"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার স্মরণে অ্যাকযুরেট যদি থাকো, তবে তোমাদের চেহারা সদা ঝলমলে হাসিখুশী থাকবে"

*প্রশ্নঃ - স্মরণে বসার বিধি কী তথা তার থেকে কী কী লাভ হয় ?

*উৎতরঃ - যখন স্মরণে বসো তখন বুদ্ধি থেকে সব কেজো কথার্বাতার জটিলতাকে ভুলে নিজেকে দেহী (আৎমা) মনে করো। দেহ আর দেহের সম্বন্ধ হল একটা বড় জাল, সেই জালকে গিলে ফেলে দেহ-অভিমানের ঊর্ধেব চলে যাও র্অথাৎ আমি মরলে আমার কাছে দুনিয়াও মৃত। এ জীবনে থেকেও এই দুনিয়ার সব কিছু ভুলে কেবল এক বাবাকেই স্মরণ করো। এটাই হল অশরীরী অবস্থা, এর দ্বারা আৎমার মধেযকার জং কাটত থাকবে।

*গীতঃ- রাতের পথিক হয়ো না কলান্ত....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা স্মরণের যাৎরাতে বসে আছে, যাকে বলা হয় ধযানে (নেষ্ঠা) বা শান্তিতে বসে আছে। কেবল শান্তিত বসে না, তার সাথে সাথে কিছু করতে থাকে। স্বধর্মে স্থিত হয়ে থাকে । কিন্তু তোমরা যাৎরাতেও রয়েছো। এই যাৎরা শেখান বাবা, তিনি সাথে করেও নিয়ে যান। ওরা হল শারীরিক ভাবে বরাহমণ বংশে জন্মানো বরাহমণ, যারা তোমাদেরকে (তীর্থে) নিয়ে যায়। তোমরা হলে রুহানী বরাহমণ। বরাহমণ র্বণ বা বরাহমণ কুল। এখন বাচ্চারা তোমরা স্মরণের যাৎরাতে বসে আছো। অন্যান্য সৎসঙ্গে বসে থাকলে গুরুর স্মরণ আসবে যে গুরু এসে প্রবচন শোনাবেন । ও সব কিছুই হল সব ভকিত র্মাগ। আর এ হল স্মরণের যাৎরা, যার দ্বারা বির্কম বিনাশ হয়। তোমরা স্মরণে বসো যাতে জং বা মরিচা দূর হয়ে যায় । বাবার ডাইরেকশন হল স্মরণের দ্বারাই জং দূর হবে, কারণ পতিত পাবন হলাম আমি। কেউ স্মরণ করলে আমি আসি না। আমার আসাও ডরামাতে লেখা রয়েছে। যখন পতিত দুনিয়া বদলে গিয়ে পবিৎর দুনিয়া হয়, যে আদি সনাতন দেবী দেবতা র্ধম যা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, তার স্থাপনা তিনি বরহমার দ্বারা পুনরায় করেন। যে বরহমার বিষয়ে তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে - যিনি বরহমা তিনিই বিশ্ণু, সেকেন্ডে হন। তারপর বিশ্ণু থেকে বরহমা হতে ৫ হাজার বছর লেগে যায়। এও বুদ্ধি দিয়ে বোঝার মতো বিষয়। তোমরা যে শূদ্র ছিলে, এখন বরাহমণ বর্ণে এসে গেছো। তোমরা যখন বরাহমণ হও তখন শিব বাবা বরহমার দ্বারা তোমাদেরকে স্মরণের যাৎরা শেখান, খাদ বের করে দেওয়ার জন্য। এই (সৃষ্টি) রচনার চকর কীভাবে আর্বতিত হয় সেটা তো তোমরা বুঝে গেছো। তাতে বিশেষ দেরী হয় না। এখন হল একেবারেই কলিযুগ। তারা তো কেবল বলে কলিযুগের এখন তো কেবল আদিকাল আর তোমাদেরকে বলেন এখন হল কলিযুগের অন্তিম সময়। ঘোর তমসাচ্ছন্ন এখন। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে এই সমস্ত বেদ শাস্ৎরর সার বোঝাচ্ছি।

তোমরা বাচ্চারা সকাল বেলায় যখন এখানে বসো, তখন তোমাদের বাবার স্মরণে বসতে হয়। নাহলে মায়ার ঝড় চলে আসবে। বযবসাপৎেরর দিকে বুদ্ধিযোগ যেতে চাইবে। এ সব তো বাইরের জটিলতা, তাই না ? যেমন মাকড়সা কতো জাল বিস্তার করে। সব কিছুকেই গ্রাস করে ফেলে। দেহের প্রপঞ্চনাও কম নয়। কাকা, চাচা, মামা, গুরু, গোঁসাই...কত না জাল দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব কিছুকেই গিলে ফেলতে হবে দেহ সহ। কেবল একমাৎর দেহী হতে হবে। মানুষ যখন শরীর ৎযাগ করে তখন সব কিছু ভুলে যায়। আমি মরলে আমার কাছে দুনিয়া মৃত। এটা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে যে, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা বোঝান - যার মুখ চলে না র্অথাৎ জ্ঞান শোনাতে পারে না তারা কেবল বাবাকে স্মরণ করো। যেমন ইনি (বরহমা) বাবাকে স্মরণ করেন। কন্যা তার পতিকে স্মরণ করে, কেননা পতি পরমেশ্বর হয়ে যায়, সেইজন্য বাবার থেকে বুদ্ধিযোগ সরে গিয়ে পতির দিকে চলে যায়। আর ইনি তো হলেন পতিদেরও পতি, বরাইডগ্রুম তিনি। তোমরা সবাই হলে বরাইডস (কনে), ভগবানের সবাই ভকিত করে। সব ভকতরা রাবণের পাহারায় বন্দী, তো বাবার অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য দয়া হবে, তাই না ! বাবা হলেন করুণাময, তাঁকেই করুণাময় বলা হয়। এই সময় গুরু তো অনেক প্রকারেরই আছে। যিনি কিছু শিকষা প্রদান করেন তাকেই গুরু বলে দেয়। এখানে তো বাবা স্যাকটিকযালে রাজযোগ শেখান। এই রাজযোগ কেউই শেখাতে পারবে না, একমাৎর পরমাৎমা ছাড়া। পরমাৎমাই এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তারপর এর দ্বারা কী হয়েছিল ? এটা কারোরই জানা নেই। গীতার প্রমাণ তো অনেক দেয়। ছোটট ছোটট কন্যারাও গীতা কন্ঠস্থ করে ফেলতে পারে। কিছু না কিছু তার মহিমা হয় ঠিকই। গীতা গুম হয়ে যায়নি। গীতার অনেক মহিমা রয়েছে। গীতা জ্ঞানের দ্বারাই বাবা সমগ্র দুনিয়াকে পুর্ননব (রিজুভিনেট) করেন। তোমাদের কায়া (শরীর) কল্পতরু, কল্প বৃকেষর মতো বা অমর বানিয়ে দেন।

তোমরা বাচ্চারা বাবার স্মরণে থাকো, বাবাকে তোমরা আহবান করো না । তোমরা বাবার স্মরণে থেকে নিজের উন্নতি করছো। বাবার ডাইরেকশনে চলারও ইচ্ছা থাকা চাই। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করেই আহার গ্রহণ করবে। র্অথাৎ শিববাবার সাথেই খাওয়া। অফিসেও একটু আধটু টাইম তোমরা পেয়ে থাকো। বাচ্চারা বাবাকে লেখে (অফিসে) চেয়ারে বসলেই আমি আপনার স্মরণে বসে যাই। অফিসার এসে দেখে, এ তো বসে বসেই হারিয়ে গেছে র্অথাৎ অশরীরী হয়ে যায়। কারো চোখ বন্ধ হয়ে যায়, কারো খোলাও থাকে। কেউ আবার এমন ভাবেও

বসে থাকে - কিছুই সে যেন দেখছে না। যেন হারিয়ে গেছে। এমন এমন সব হয়। বাবা রশি ধরে টানেন আর তারা আনন্দে ডুবে থাকে। কী হয়েছে প্রশ্ন করলে বলে - আমি তো বাবার স্মরণে বসেছিলাম। বুদ্ধিতে থাকে আমাকে যেতে হবে বাবার কাছে। বাবা বলেন, সোল কনশাস হলে তোমরা আমার কাছে এসে যাবে। সেখানে পবিৎর না হলে যেতে পারবে নাকি ! এখন পবিৎর কীভাবে হবে ? সেটা বাবাই বলতে পারবেন। মানুষ সেটা বলতে পারবে না। তোমরা যদি কিছুটা হলেও বুঝে থাকো তবে অন্যদেরও কল্যাণ করবে। তোমাদের কারো না কারো কল্যাণ করে, বাবার পরিচয় দেওয়ার পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। ভকিত মার্গে মানুষ 'ও গড ফাদার !' বলে স্মরণ করতে থাকে। গড ফাদার করুণা করো। ভগবানকে ডাকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে নিজের মতো কল্যাণকারী বানিয়ে থাকেন। মায়া সবাইকে কতখানি অবোধ বানিয়ে দিয়েছে । লৌকিক বাবাও সন্তানের আচরণ ঠিক না দেখলে বলে তুমি তো একেবারেই নির্বোধ। এক বছরের মধ্যেই বাবার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দেবে। তো অসীম জগতের পিতাও বলেন, তোমাদেরকে কী বানিয়েছিলাম, এখন নিজের আচরণকে দেখো। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, কেমন ওয়ান্ডারফুল খেলা এটা ! ভারতের কতখানি ডাউনফল হয়ে যায় ! ডাউনফল অফ ভারতবাসী। তারা তো নিজেদেরকে এমন মনে করেনা যে আমাদের পতন হয়েছে, আমরা কলিযুগী তমোপ্রধান হয়েছি। ভারত স্বর্গ ছিল অর্থাৎ মানুষ স্বর্গের অধিবাসী ছিল, সেই মানুষই এখন নরকবাসী হয়েছে। এই জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। এ তো বরহমা বাবা নিজেও জানতেন না। এখন বুদ্ধিতে চমৎকারিৎব এসে গেছে। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে সিঁড়ি দিয়ে অবশ্যই নামতেই হবে, উপরে চড়বার জায়গাও নেই। নীচে নামতে নামতে পতিত হতে হয়। এ'কথাটা কারোরই বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তারপর তোমরা ভারতবাসীদেরকে বুঝিয়ে থাকো যে, তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে এখন নরকবাসী হয়েছো। ৮৪ জন্মও তোমার নিয়েছো। পুর্নজন্মকে তো তারা মানে, তাই না ! তাহলে অবশ্যই নীচে নামতে হবে। কত বার পুর্নজন্ম নিয়েছে, সেও বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন। এখন তোমরা ফিল করতে পারো যে, আমরা দেবী - দেবতা ছিলাম, তারপর রাবণ আমাদেরকে পতিত বানিয়েছে । বাবাকে এসে পড়াতে হয়, শূদ্র থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। বাবাকে লিবারেটর, গাইড বলা হয়। কিন্তু তার অর্থ মানুষ জানে না। এখন সেই সময় খুব তাড়াতাড়ি আসবে যখন সকলেই জানতে পারবে - দেখো কী থেকে কী হয়ে গেছে ! ড্রামা কেমন ভাবে তৈরী হয়ে আছে, কারো স্বপ্নেও ছিল না যে, আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতোও হতে পারি ! বাবা তোমাদেরকে কতখানি স্মৃতিতে নিয়ে আসেন ! এখন বাবার থেকে উৎতরাধিকার নিতে হলে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। স্মরণের যাৎরার প্র্যাকটিস করতে হবে। তোমরা জানো পাদরীরা যখন হেটে যায়, তখন কতো সাইলেন্সে যায় ? তারা তখন ক্রাইস্টের স্মরণে থাকে । তাদের ভালোবাসা হল ক্রাইস্টের প্রতি। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা, তোমাদের প্রীতবুদ্ধি হল পরমপ্রিয় পরমপিতা পরমাৎমার সাথে । বাচ্চারা জানে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কল্প পূর্বের মতো রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে, যত (তোমরা) পুরুষার্থ করে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। বাবা তো খুব ভালো ভালো মত দেন। তারপরেও গ্রহের দশা এমন ভাবে বসে যায় যে আর শ্রীমতেই চলে না তখন। তোমরা জানো যে, শ্রীমৎ অনুসারে চললেই বিজয়। নিশ্চয়েই রয়েছে বিজয়। বাবা বলেন, তোমরা আমার মতে চলো। কেন ভাবো যে এই মত বরহমা প্রদান করছেন ? সব সময় জানবে এই রায় শিববাবা দিচ্ছেন। তিনি তো সাভিসেরই মত প্রদান করবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করে - এই ব্যাবসাটা করব ? বাবা তো এই সব বিষয়ের উপরে মত প্রদান করবেন না। বাবা বলেন, আমি এসেছি পতিত থেকে পবিৎর হওয়ার যুকিত বলে দিতে, এই সব বিষয়ে বলার জন্য আসেননি। আমাকে আহ্বানও করে - হে পতিত পাবন এসে আমাদেরকে পবিৎর বানাও। তাই আমি সেই যুকিত বলে দিই, যেটা খুবই সহজ। তোমাদের নামই হল গুপ্ত সেনা। মানুষ তাতে অস্ৎরশস্ৎর, তীর ধনুক (বাণ) এ'সব দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এতে তীর ধনুক ইৎযাদির কোনো ব্যপারই নেই। এ সবই হল ভকিত র্মাগ।

বাবা এসে সৎযিকারের র্মাগ প্রর্দশন করেন - যার দ্বারা র্অধ কল্প তোমরা সৎয খন্ডে চলে যাও। সেখানে দ্বিতীয় আর কোনো খন্ড হয়ই না। কাউকে বোঝালেও বুঝতে পারে না, বলে এটা কী করে হতে পারে যে, কেবল ভারতই ছিল ? ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল না ? তখন তো আর কোনো র্ধম ছিল না। তারপর বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরা কেবল তোমাদের বাবাকে, নিজের র্ধমকে, তোমাদের র্কমকে ভুলে গেছো। নিজেদেরকে দেবী-দেবতা যদি মনে করতে, তাহলে ওই সব কুখাদ্য গুলি (মাছ, মাংস, মদিরা ইৎযাদি) তোমরা খেতে না। কিন্তু খায় - কেননা তাদের মধ্যে সেই সব (দেবী-দেবতাদের) গুণ নেই। সেইজন্য নিজেদেরকে হিন্দু বলে দেয়। নাহলে তো লজ্জা আসার কথা যে, আমাদের বড়রা এমন পবিৎর আর আমরা এই রকম পতিত হয়ে গেছি ! কিন্তু নিজেদের র্ধমকে মানুষ ভুলে গেছে। এখন তোমরা ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে খুব ভালো ভাবে বুঝে গেছো। এমন কোনো প্রশ্ন সামনে এলে সে'গুলোর ব্যাপারে তোমরা বলতে পারো যে, বাবা এখনও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। নাহলে শুধু শুধু হতাশ হয়ে পড়বে। তাদেরকে বলো, আমরা এখন পড়ছি, সব কিছু এখনই জেনে গেলে তবে তো বিনাশ হয়ে যাবে। এখনও কিছুটা মাজিন আছে, আমরা এখন পড়ছি। শেষে সর্ম্পূণ পবিৎর হয়ে যাব। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জং দূর হতে থাকবে, তখন সতোপ্রধান হয়ে যাব। তখন এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ বলছেও পরমাৎমা কোথাও অবশ্যই এসেছেন, কিন্তু গুপ্ত রয়েছেন। সময় তো বিনাশের এখন তাই না ! বাবাই লিবারেটর, গাইড, যিনি আবার আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। মশার মতো সবাই মারা পড়বে। এত বোঝা যায় যে, সবাই একরস স্মরণে বসে না। কারো অ্যাকযুরেট যোগ থাকে, কারো আধ ঘন্টা, কারো ১৫ মিনিট। কেউ কেউ তো এক মিনিটও স্মরণে থাকে না । কেউ কেউ বলে আমি সব সময় বাবার স্মরণে থাকি, তাহলে অবশ্যই তার চেহারা হাসিখুশী ঝলমলে দেখাবে। অতীন্দ্রিয় সুখ এমন বাচ্চাদেরই থাকে। তাদের বুদ্ধি কখনোই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় না। তারা নিশ্চয়ই সুখ ফিল করতে থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিও এটাই বলবে, এক প্রিযতমের স্মরণে বসে যদি থাকি, তবে কতো জং দূর হতে থাকবে। এরপর

এটারই অভযাস হয়ে যাবে। স্মরণের যাৎরার দ্বারা তোমরা এভারহেল্দি, এভারওয়েল্দি হয়ে যাও। সৃষ্টি চকেরর কথাও স্মরণে এসে যায়। পরিশ্রম কেবল স্মরণে থাকার। বুদ্ধিতে চকরও আর্বতিত হতে থাকবে।

এখন তোমরা মাস্টার বীজ হচ্ছো। বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে স্বর্দশন চকরকেও মনে মনে ঘোরাতে হবে। তোমরা ভারতবাসীরা হলে লাইট হাউস। স্পীরিচুয়যাল লাইট হাউস, তোমরা সবাইকে তাদের প্রকৃত গৃহের রাস্তা বলে দিচ্ছো। সেটাও তো বোঝাতে হয়, তাই না.! তোমরা মুকিত জীবনমুকিতর রাস্তা সবাইকে বলে দিচ্ছো। সেইজন্য তোমরা হলে স্পীরিচুয়যাল লাইট হাউস।তোমাদের স্বর্দশন চকর আর্বতিত হতে থাকে। নাম লিখতে হলে বোঝাতে তো হবে। বাবা বোঝাতে থাকেন, তোমরা সামনে বসে রয়েছো। যারা পিয়ার সাথে আছে, তাদেরই সামনেই হয় বরিষণ। সবচেয়ে বেশী মজা হল সামনে থাকার। তারপর সেকেন্ড নাম্বার হল টেপ রের্কডার, র্থাড নাম্বার হল মুরলী। শিববাবা বরহমার দ্বারা সব কিছু বোঝান। এই বরহমাও তো জানেন, তাই না ! তা সৎেৎবও তোমরা এটাই জানবে যে, "শিববাবাই বলছেন" । এটা না বুঝতে পারার কারণে অনেক বেশী অবজ্ঞা করতে থাকে। শিববাবা যা বলেন, সবই হল কল্যাণকারী। যদি অকল্যাণও হয়, সেটাও কল্যাণের রূপেই বদলে যায়। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আৎমিক পিতা ওঁনার আৎমা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার প্রতিটি ডাইরেকশনে চলে নিজের উন্নতি করতে হবে। এক বাবার সাথে সৎিযকারের প্রীতি রাখতে হবে। স্মরণে থেকেই খাবার প্রস্তুত করতে হবে, খেতে হবে।

২) স্পীরিচুয়যাল লাইট হাউস হয়ে সবাইকে মুকিত জীবনমুকিতর রাস্তা বলে দিতে হবে। বাবার মতো কল্যাণকারী অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ- এক বাবার মধ্যেই সারা সংসারকে অনুভবকারী বেহদের বৈরাগী ভব

বেহদের বৈরাগী সে-ই হতে পারে যে বাবাকেই তার সংসার মনে করে। যার কাছে বাবা-ই হল সংসার, সে নিজের সংসারে থাকবে, অন্যের মধ্যে যাবেই না, তার ফলে সে সবের থেকে স্বাভাবিকভাবেই দূরেই থাকবে । সংসারের মধ্যে বযকিত এবং বৈভব দুটোই এসে যায়। বাবার সম্পৎিত মানেই নিজের সম্পৎিত - এই স্মৃতিতে থাকার ফলে বেহদের বৈরাগী হয়ে যাবে। কাউকে দেখেও দেখবে না। দেখতেই পাওয়া যাবে না।

স্লোগানঃ- পাওয়ারফুল স্থিতির অনুভব করবার জন্য একান্ত এবং রমণীয়তার বযালেন্স রাখো।